HUMAN RIGHTS FORUM BANGLADESH (HRFB)

সংবাদ বিবৃতি

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসা রিকশাচালকের ওপর হামলা ও গ্রেপ্তারের ঘটনায় হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) এর নিন্দা

[ঢাকা, ১৭ আগস্ট ২০২৫] ১৫ আগস্ট ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে রিকশাচালক মো. আজিজুর রহমানের ওপর হামলা এবং পরবর্তীতে তাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানোর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করছে হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)। শ্রদ্ধা জানাতে আসা একজন সাধারণ নাগরিককে এভাবে মারধর ও অপরাধীর মতো আচরণ করা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত এবং নিন্দনীয়।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, রিক্সা চালক আজিজুর রহমান তার সারাদিনের কষ্টার্জিত অর্থ (৪০০ টাকা) দিয়ে একটি পুষ্পস্তবক কিনে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শ্রদ্ধা জানাতে গেলে সেখানে উপস্থিত একটি উচ্ছৃঙ্খল গোষ্ঠীর দ্বারা সংঘবদ্ধ সহিংসতার শিকার হন এবং পরে পুলিশ তাকে আটক করে। ১৬ আগস্ট তাকে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে "জুলাই আন্দোলন ২০২৪"-এর একটি মামলায় সন্দেহভাজন আসামি দেখিয়ে তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করা হয় এবং কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেয়া হয়। যদিও আজকে তার জামিন আবেদন মঞ্জুর হয়েছে বলে জানা যায়।

এভাবে কারো প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসে এ ধরনের সংঘবদ্ধ সহিংসতার মুখোমুখি হওয়া, পরবর্তীতে বেআইনি আটক ও কারাবরণের ঘটনা বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ সমূহ যথাক্রমে ২৭ (আইনের দৃষ্টিতে সমতা), ৩১ (আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার), ৩২ (জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ), ৩৬ (চলাফেরার স্বাধীনতা), ৩৭ (সমাবেশের স্বাধীনতা) এবং ৩৯ (চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা) সুস্পষ্ট ও আইনের শাসনের প্রতি অমার্জনীয় অবমাননা।

এইচআরএফবি মনে করে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে নিছক হয়রানি করার উদ্দেশ্যে অপ্রাসঙ্গিক ও পুরোনো মামলার সঙ্গে সংযুক্ত করে একজন নিরীহ নিরপরাধ নাগরিককে "সন্দিগ্ধ আসামি" বানিয়ে কারাগারে পাঠানো কেবল বেআইনি নয়, বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলপ্রয়োগের উদাহরণ। এটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে সাধারণ নাগরিককে কৌশলে আতঙ্কগ্রস্ত করা/দমন করারর নামান্তর।

এ ঘটনা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করে যে, ভিন্নমতকে নিয়ন্ত্রণ ও দমন করতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সংবিধান প্রদত্ত অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করা হচ্ছে। ক্ষমতার প্রতি নিঃশর্ত অনুগত না হলে তাঁকে দমন করা হবে এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক বার্তা ছড়ানোর প্রবণতা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, যা গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং আইনের শাসনের জন্য একটি গুরুতর অশনিসংকেত।

এইচআরএফবি জোরালোভাবে দাবি করছে, রিকশাচালক আজিজুর রহমানের ওপর হামলার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে বেআইনি হামলাকারীদের অতি দ্রুত শনাক্ত করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে এবং আজিজুর রহমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জুলাই আন্দোলনের মামলায় জড়িয়ে নিরীহ নিরপরাধ নাগরিককে হয়রানি অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে এ ধরণের সহিংসতার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে; সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে এইচআরএফবি।

রাষ্ট্র যদি ফুল হাতে শ্রদ্ধা জানাতে আসা একজন সাধারণ নাগরিককে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়, তবে সেটা স্পষ্টতই সংবিধান ও মানবাধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত। এ ধরনের নিপীড়নমূলক প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং দায়ী ব্যক্তিদের কঠোরভাবে জবাবদিহিতারআওতায় আনতে হবে।

হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)

ঢাকা, ১৭ আগস্ট ২০২৫

স্বাক্ষরকারীবৃন্দ

হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ এর সদস্যবৃন্দ

১। ড. হামিদা হোসেন, এক্সপার্ট, এইচআরএফবি

২। অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, এক্সপার্ট, এইচআরএফবি

৩। রাজা দেবাশীষ রায়, এক্সপার্ট, এইচআরএফবি

৪। অ্যাডভোকেট জেড আই খান পান্না, চেয়ারপারসন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), সচিবালয় এবং ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক, এইচআরএফবি

৫। শাহীন আনাম, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি, এবং নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

৬। জাকির হোসেন, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি এবং প্রধান নির্বাহী, নাগরিক উদ্যোগ

৭। সারা হোসেন, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি এবং অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

৮। রঞ্জন কর্মকার, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি এবং নির্বাহী পরিচালক, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট (স্টেপস)

৯। সালেহ আহমেদ, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি এবং নির্বাহী পরিচালক, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

১০। সঞ্জীব দ্রং, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি এবং সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

১১। ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), সদস্য, এইচআরএফবি

১২। ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভানেত্রী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ (বিএমপি), সদস্য, এইচআরএফবি

১৩। শামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক, অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্মস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি), সদস্য, এইচআরএফবি

১৪। খুশী কবির, সমন্বয়ক, নিজরা করি, সদস্য, এইচআরএফবি

১৫। সরদার জাহাঙ্গীর হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন (এএসএফ), সদস্য, এইচআরএফবি

১৬। শিপন কুমার রবিদাস, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) কেন্দ্রীয় কমিটি, সদস্য, এইচআরএফবি

১৭। সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস), সদস্য, এইচআরএফবি

১৮। দেওয়ান জামান, নির্বাহী পরিচালক, ফেয়ার, সদস্য, এইচআরএফবি

১৯। পল্লব চাকমা, নির্বাহী পরিচালক, কাপেং ফাউন্ডেশন, সদস্য, এইচআরএফবি

২০। রোকেয়া রফিক বেবী, নির্বাহী পরিচালক, কর্মজীবনী নারী, সদস্য, এইচআরএফবি

২১। গীতা দাস, সভানেত্রী, নারীপক্ষ, সদস্য, এইচআরএফবি

২২। আবদুস সাত্তার দুলাল, সভাপতি, ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব ডিজাবল্ড পিপলস অর্গানাইজেশনস (ন্যাডপো), সদস্য, এইচআরএফবি

২৩। আশরাফুন্নাহার মিষ্টি, নির্বাহী পরিচালক, ওমেন উইথ ডিজাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, সদস্য, এইচআরএফবি